ঝটিতি

নোয়েল টাটার আবেদন খারিজ

■ এই সময়: আরও একবার প্রকাশ্যে এল টাটা গোষ্ঠীর অন্দরের মতপার্থক্য। টাটা সন-এর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণের পুনর্নিয়োগ নিয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর পরিচালন পর্ষদের যে বৈঠক হয়েছিল, তার অডিয়ো এবং ভিডিয়ো রেকর্ডিং দিতে অস্বীকার করলেন সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষ। টাটা ট্রাস্টস-এর চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা ওই বৈঠকের রেকর্ডিং চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু, টাটা সন সে আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, চন্দ্রশেখরণকে আরও এক দফার জন্য টাটা সন-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা নিয়েই গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। টাটা গোষ্ঠীর বৃহত্তম শেয়ারহোল্ডার টাটা ট্রাস্টস-এর চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা ওই পুনর্নিয়োগের প্রস্তাবে একমাত্র বিরোধী ভোট দিয়েছিলেন।

বাণিজ্য চুক্তি

■ এই সময়: থমকে থাকা ভারত-ইউএস দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম দফা শিগগিরই কার্যকর হতে পারে, যেখানে দু'দেশের মধ্যে পণ্যের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারিত হতে পারে। দ্বিতীয় দফায় বিবেচনা করা হবে পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত এক শীর্ষ মার্কিন আধিকারিক শুক্রবার এ কথা জানিয়েছেন। তাঁর আরও দাবি, হোয়াইট হাউস একটা বিষয় অনেকটাই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় ভারতের উপরে আনেক 'কম' হারেই শুল্ক চাপাতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। যা বড় সুবিধা দেবে নয়াদিল্লিকে।

৭২,০০০ কোটির সোনা বিক্রি

দাম কমতেই দীপাবলি-ধনতেরসে কেনার হিড়িক, দাবি বিশেষজ্ঞদের

এই সময়: সোনা কেনা ভারতীয়দের কাছে শুধুই শখ বা বিলাসিতা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আবেগ, ঐতিহ্য, সামাজিক মর্যাদা এবং ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার ভাবনা। বিয়ে হোক কিংবা উৎসব, শুভ কাজের শুরুতে সোনা কেনার রেওয়াজ বহুদিনের। চলতি বছরে ধনতেরস ও দীপাবলির সময়ে সেই চেনা প্রবণতাই আরও একবার বড় আকারে ধরা পড়ল। হিসেব বলছে, এ বারের ধনতেরস ও দীপাবলি মিলিয়ে ভারতীয়রা প্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকার সোনা কিনেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে সোনার দামে কিছুটা পতন এই বিপুল কেনাকাটায় বাড়তি উৎসাহ জুগিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চড়া দামের কারণে যাঁরা গয়না কেনার পরিকল্পনা পিছিয়ে রেখেছিলেন, দামে কিছুটা স্বস্তি পেয়ে তাঁরাও উৎসবের বাজারে সামিল হয়েছেন।

ইন্ডিয়ান বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (আইবিজেএ) হিসেব অনুযায়ী, এ বার ধনতেরস ও দীপাবলি মিলিয়ে প্রায় ৫২ টন সোনা বিক্রি হয়েছে। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ৭২ হাজার কোটি। গত বছরের তুলনায় সোনা কেনার পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। শুধু সোনাই নয়, রুপোর বাজারেও ছিল উৎসবের ছোঁয়া। প্রায় ৩০০ টন রুপো কিনেছেন ক্রেতারা, যার বাজারমূল্য ৫,৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, মূল্যবান ধাতুর প্রতি ভারতীয়দের আকর্ষণ যে এখনও অটুট, তা স্পষ্ট।

সোনার দামে সাম্প্রতিক সংশোধন এই কেনাকাটার অন্যতম বড় কারণ। চলতি বছরের গোড়ায় ১০ গ্রাম সোনার দাম প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছিল। সেখান থেকে কমে ধনতেরস-দীপাবলির সময়ে দাম দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকায়। প্রায় ২১ শতাংশের এই পতন ক্রেতাদের কাছে কেনাকাটার সুযোগ তৈরি করে দেয়। যাঁরা দাম বাড়ার কারণে এত দিন গয়না কেনা পিছিয়ে রেখেছিলেন, তাঁরা অনেকেই এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন।

এর পাশাপাশি রয়েছে বিয়ের মরশুমের প্রস্তুতি। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত চলবে বিয়ের মরশুম। ফলে বহু পরিবার ধনতেরসের সময়েই বিয়ের গয়না কেনার কাজ সেরে রাখছে। উৎসব ও বিয়ের কেনাকাটা একসঙ্গে বাজারে চাহিদা বাড়িয়েছে। এ বার ধনতেরস ও দীপাবলি মাসের শুরুর দিকে পড়ায় বেতন এবং উৎসবের বোনাসের টাকা ক্রেতাদের হাতে ছিল। যা তাদের কেনাকাটায় উৎসাহ জুগিয়েছে।

আইবিজেএ-র জাতীয় সম্পাদক সুব্রজ মেহতার কথায়, 'সোনার দাম কমায় যাঁরা এত দিন কেনাকাটা থেকে দূরে ছিলেন, তাঁরাও বাজারে ফিরেছেন। অন্য দিকে, ভবিষ্যতে দাম ফের বাড়তে পারে, এমন আশঙ্কাও কিছু ক্রেতাকে আগাম সোনা কিনতে উৎসাহিত করেছে।'

দেশের প্রধান সারির গয়না বিক্রেতা সংস্থাগুলির মতে, দীপাবলি ও ধনতেরস উপলক্ষে তাদের বিক্রি বার্ষিক প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। টিয়াচিরিত সোনার গয়না থেকে শুরু করে হালকা, প্রতিদিন পড়ার মতো গয়না এবং সোনার কয়েন মিলিয়ে তাদের বিক্রি ২৩ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন জয়লুক্কার গোষ্ঠী।

এই ঘটনার সাক্ষী কলকাতার সংস্থা সেনকো গোল্ডেজ-ও। সংস্থার এমডি ও সিইও শুভঙ্কর সেন এ বছরের ধনতেরসকে 'সত্যিই বিশেষ' বলে অভিহিত করেছেন। সেনকো-র বিক্রির অঙ্ক গত বছরের ধনতেরস-এর তুলনায় ২৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে বলে তাঁর দাবি।

আসলে ভারতীয়দের কাছে সোনা কেবল অলঙ্কার নয়, বিপদের দিনের সঞ্চয়ও। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সোনাকে নিরাপদ সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বিয়েতে মেয়েকে গয়না দেওয়া, পুজো-পার্বণে সোনা কেনা কিংবা ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা সঞ্চয় করে রাখা—সব ক্ষেত্রেই সোনার আলাদা গুরুত্ব। তাই দাম বাড়লেও সোনার প্রতি আকর্ষণ কমে না। বরং দাম কিছুটা কমলেই সেই জমে থাকা চাহিদা বাজারে বড় আকারে ফিরে আসে। এ বারের ৭২ হাজার কোটি টাকার কেনাকাটা তারই প্রমাণ।

শেয়ারবাজার সূচক

সূচক	বন্ধ	বাড়া/কমা
সেনসেক্স	৮১,৫৯২.৪৫	(-) ৩৮.৫৬
নিফটি ৫০	২৫,১৪৪.৩০	(-) ১৫৫.০৫
মিডক্যাপ ১০০	৬১,৮৮৯.৫০	(-) ১৪৯.৫০
স্মলক্যাপ ১০০	১৯,৬৫৯.৪৫	(-) ৫৩.৩০
নিফটি ব্যাঙ্ক	৬১,০৩৪.১০	(-) ৪৮৪.৪০

ডলার। পাউন্ড। ইউরো

কারেন্সি	ক্রয়মূল্য	বিক্রয়মূল্য
মার্কিন ডলার	৯২.৬৫	৯৫.১৫
ব্রিটিশ পাউন্ড	১২১.৩৫	১২৭.২৫
ইউরো	১০১.৩৫	১০৬.১০

*অঙ্ক টাকায় *সূত্র: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সোনা-রুপো

পাকা সোনা বার দাম (বৃদ্ধি/হ্রাস)
₹ ১,৩৬,৭০০ (-১৯০০)*
পাকা সোনা বার (পোর্শন)
₹ ১,৩৭,৪০০ (-১৯০০)*
হলমার্কযুক্ত গয়নার সোনা
₹ ১,৩০,৬০০ (-১৮০০)*
রুপো (পোর্শন/কেজি)
₹ ১,৭৯,৫৫০ (-৩৪০০)*

*ভিএটি অতিরিক্ত, শতাব্দীর প্রথমাংশ
* সোনা প্রতি ১০ গ্রামের দাম

ভেজ থালির খরচ বাড়ল

এই সময়: গত অক্টোবরে বার্ষিক নিরিখে ফের খরচ বাড়ল বাড়িতে রান্না করা খাবারের। সম্প্রতি তাঁদের মাসিক 'রোটি রাইস রেট' রিপোর্টে এমনটাই দাবি করেছেন ক্রিসিল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানিয়েছেন, গত মাসে নিরামিষ থালির দাম গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় ১২ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি, আমিষ থালির খরচ বার্ষিক নিরিখে ৯ শতাংশ চড়েছে। যা পরোক্ষ ভাবে আমজনতার হেঁশেল বাবদ খরচ বাড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, গত অক্টোবরে বাড়িতে ভেজ থালি তৈরির জন্য খরচ পড়েছে ৩১.২ টাকা। যা গত বছরের অক্টোবরে ছিল ২৭.৮ টাকা। অন্য দিকে, গত মাসে নন-ভেজ থালি তৈরির জন্য খরচ করতে হয়েছে ৫৯.২ টাকা। যা গত বছরের অক্টোবরে ছিল ৫৪.৪ টাকা। তবে মাসিক নিরিখে যদি হিসেব করা হয়, সেই ক্ষেত্রে অক্টোবরে ভেজ থালির খরচ ১ শতাংশ বেড়েছে। অন্য দিকে, গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে নন-ভেজ থালির খরচ ১ শতাংশ কমেছে।

ওই রিপোর্টে আরও দাবি, গত অক্টোবরে বার্ষিক নিরিখে পেঁয়াজ, টোম্যাটো, রান্নার তেল, চাল এবং রান্নার গ্যাসের জন্য খরচ বেড়েছে। যা সরাসরি ভেজ থালির খরচ বাড়িয়েছে। তবে মুরলির মাংসের দামে মাসিক নিরিখে বড়সড় হেরফের না হওয়ায় গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে নন-ভেজ থালির খরচ কমেছে।

বাণিজ্য ঘাটতি শিখরে

এই সময়: দেশ থেকে পণ্য রপ্তানিতে একের পর এক নতুন নজির তৈরি হলেও আমদানি বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় ফের উদ্বেগ বাড়িয়েছে বাণিজ্য ঘাটতি। চলতি বছরের অক্টোবরে দেশের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে ৩৯.৮৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত ১২ মাসের মধ্যে সবচেয়ে। মূলত আমদানির পরিমাণ রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছনোর ফলেই এই পরিস্থিতি

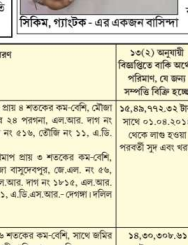
১২ মাসের নিরিখে

তৈরি হয়েছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের একাংশের। তবে, একই সঙ্গে অক্টোবরে পণ্য রপ্তানিও সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। গত বছরের একই মাসের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে আভারি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ইতিবাচক ছবিও উঠে এসেছে সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক পরিসংখ্যানে। বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস ভুল প্রমাণ করেছে অক্টোবরের বাণিজ্য ঘাটতি। উৎসবের মরশুমে সোনা কেনার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া এবং চড়া জ্বালানির দর এই বাণিজ্য ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ।

বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরে ভারতের পণ্য রপ্তানির অঙ্ক পৌঁছেছে ৪৯.৪৭ বিলিয়ন ডলারে। অন্য দিকে, আমদানি বেড়ে হয়েছে ৮৯.৩৫ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এই দুইয়ের ফারাকের কারণেই বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে ৩৯.৮৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও এই বৃদ্ধি নিয়ে এখনই অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণ দেখছেন না সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। কারণ, গত বছরের অক্টোবরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল আরও বেশি—৪২.৫৮ বিলিয়ন ডলার। সে সময়ে আমদানি হয়েছিল ৭৬.৬৯ বিলিয়ন ডলারের। অর্থাৎ, উৎসবের মরশুম এবং বিভিন্ন পণ্যের চাহিদার কারণে অক্টোবরে আমদানি বৃদ্ধির প্রবণতা থাকতে পারে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন গ্যাংটক-এর এক বাসিন্দা



সিকিম, গ্যাংটক - এর একজন বাসিন্দা

অভিষেক আগরওয়াল - কে 13.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি 50E 84386 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি তাঁর বিজয়ী টিকিটটি পুরস্কার দাবির ফর্মসহ গ্যাংটক, সিকিমে অবস্থিত নাগাল্যান্ড স্টেট লটারির নোডাল অফিসারের কাছে জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সামান্য কিছু টাকা খরচ করে এক কোটি টাকা জেতাটা সত্যিই দারুণ ব্যাপার। আমাকে একদম একটি সুযোগ দিয়ে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই"।

* বিজয়ীর ছবি তথা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্তব্ধ মাইক্রোসফ্ট, পিছোল জন্ম-মৃত্যুদণ্ড

▶ প্রথম পাতার পর

সেটাই না চলায় সব এমনিতেই ঘেঁটে ঘ। ফলে থেমে থাকল ট্রাম্প প্রশাসনের গোটা একদিনের কাজ।

সরকারি বা কোর্টের আইনি কাজ পিছিয়ে যাওয়াটা এক রকম শুকরেরই। কিন্তু মেডিক্যাল ইমার্জেন্সির সম্পূর্ণ অন্য ডাইমেনশন। এবং তার পরিসর অনেক বড়। সংবাদসংস্থার দাবি, মাইক্রোসফ্ট প্ল্যাটফর্ম বিগড়ে যাওয়ায় ব্রিটেন এবং ইউরোপ জুড়ে একাধিক হাসপাতালে শুক্রবারে নির্ধারিত অস্ত্রোপচার 'সি-সেকশন' বাধা হয়ে পিছিয়ে দিতে হয়েছে এ দিন। কারণ, অস্ত্রোপচারের মেডিক্যাল হিস্ট্রি ডায়রি তো রাখা থাকে মাইক্রোসফ্ট সিস্টেম প্ল্যাটফর্মে। যা থেকে যায়নি দিনভর। সারাদিন তাই কাগজ-পেনসিলে মেডিক্যাল রেকর্ড রাখা হলো সংশ্লিষ্ট সকলের। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু হলে আবার যা ডিজিটাইজ করে আপডেট করতে হবে।

একই রকম ছবি দেখা গেল ইউরোপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। ইমেল চালাতালি, নির্ধারিত ভার্চুয়াল মিটিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফোনে ফোনেই জোড়াতালি দিয়ে চালানো হলো কাজ।

আর ভারত?

সরকারি ভাবে শুক্রবার রাত পর্যন্ত সব জায়গায় পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় তেমন কোনও প্রামাণ্য পরিসংখ্যান মেলেনি, যার থেকে বোঝা যাবে দেশজুড়ে ঠিক কতটা ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক কাজকর্ম। তবে উৎসবের মরশুমের উইক-এন্ডে হঠাৎ করেই পাওয়া গেল 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি হলিডে'। কম্পিউটার মুখ গোমড়া করে থাকায় জমে থাকলেও ফাইল ছাড়ার কোনও উপায় নেই। তাই চা-সিগারেট আর জমাটি আড্ডায় অফিসটাইমটা কোনওমতে পার করে তড়িঘড়ি বাড়িমুখো হলেন অনেকেই।

মাইক্রোসফ্ট সার্ভার যে এই ভাবে হঠাৎ 'বসে' গেল, তা ঠিক কী ভাবে হয়েছে সাইবার অপরাধীরা? প্রধানটি ইতিতিই ঠিক দিচ্ছিল। যারা কোটি কোটি ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি হাতিয়ে নিতে পারে, তাদের কাছে কী আর বড় ব্যাপার?

কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, এই গোলমালের পিছনে কোনও সাইবার হামলা নেই। সার্ভার আপগেশন এবং কনফিগারেশন-এর সমস্যে আচমকা কয়েকটি সার্ভার বসে যায়। যার চটজলদি বিকল্পের ব্যবস্থা করতে না পারায় ভুগতে হয়েছে ৪৫ কোটি মাইক্রোসফ্ট অ্যাকাউন্টধারীকে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে। আশা করা হচ্ছে শনিবারের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ফেলা যাবে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb | punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল অফিস: এসএএম ডিপার্টমেন্ট - উত্তর ২৪ পরগনা

৪৮-এ, মশোহর রোড, বারাসত (শেঠ পুকুরের কাছে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০ ১২৪, ফোন: ০৩৩-২৫৮৪-৪১৬৯ ই-মেল: con24pnsam@pnb.bank.in

ই-নিলামের মাধ্যমে স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তদসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬) এবং ৯(১)-এর প্রয়োগ অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা জনসাধারণ কাছে বিশেষত ঋণগ্রহীতাদের এবং জামিনদাতাদের কাছে সাধারণ ভাবে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (সুরক্ষিত পাওনাদারের) কাছে বন্ধকে / অভিভূক্ত থাকা স্থাবর সম্পত্তিগুলি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল (বাস্তবিক / গঠনমূলক— নীচে সম্পত্তির সামনে উল্লেখ করা) নেওয়া হয়েছে, যা কোনও প্রকার ক্রিপ্রপূর্ণ ব্যাতিরেকে ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাদের থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** বকেয়া, পরবর্তী সুদ, ব্যয়, খরচ ইত্যাদি টাকা আদায়ের জন্য **'যেখানে আছে যেখানে', 'যা কিছু আছে তা'** এবং **'যেমন আছে তেমন'** শর্তে নীচের ছকে লিখিত বিবৃতি সম্পত্তি অনুযায়ী নিম্নে তারিখে বিক্রয় হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং অগ্রিম মূল্য (ইএমডি) জমার পরিমাণ নীচের ছকে সম্পত্তি অনুযায়ী উল্লেখ করা আছে।

বিক্রয় প্রক্রিয়া নিম্নস্থাকরকারীর দ্বারা সম্পন্ন হবে ই-নিলাম প্লাটফর্মের ওয়েব পোর্টাল (**https://baanknet.com**) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। জনসাধারণকে নিম্নে ওথে অথবা কোনও অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জন দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ইএমডি ও নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ০৩.১২.২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ১০) এবং ১৮.১২.২০২৬ (ক্রম নং ১১ থেকে ১৩) দুপুর ০৩.০৫ পর্যন্ত

ইএমডি-র মূল্য ব্যাঙ্কনেট পোর্টাল https://baanknet.com-এর মাধ্যমে জমা করতে হবে

অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ:

নির্মল কুমার ধা, মোবাইল: ৯৫৩৪২ ৮৪৩৯৬, এবং শ্রী মনীষ চট্টোপাধ্যায়, মোবাইল: ৮৫৮২৮ ৬৪৭৮৮, ই-মেল: con24pnsam@pnb.bank.in

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা খ) সংরক্ষিত শাখার নাম গ) সম্পত্তির আইডি	সম্পত্তির অবস্থান ও বিশদ বিবরণ	১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিতে বাকি অর্থের পরিমাণ, যে জন্য সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লেখে) খ) ইএমডি (লেখে) গ) দর গুণক (লেখে)	ক) ই-নিলামের তারিখ ও সময় খ) দায়বদ্ধতার বিবরণ
১.	ক) মেসার্স বালাজি রেডিমেড গার্মেন্টস স্বত্বাধিকারী: মিঃ আসিস্থর আলম ২. মো. আসাদুল্লাহ (জামিনদাতা), পিতা: হায়াত আলুল লতিফ ৩. মো. তরিফ আলম (জামিনদাতা), পিতা: মো. আসাদুল্লাহ মডল খ) বেড়াচাঁপা শাখা গ) PUNBABA4041986901	সম্পত্তি ১: জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী যার পরিমাণ প্রায় ৯ শতকের কম-বেশি, মৌজা বাসুদেবপুর, জে.এল. নং ৫৬, থানা দেগঙ্গা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এল.আর. দাগ নং ১৮১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬৯/১, সাবেক খতিয়ান নং ৫১৬, তৌজি নং ১১, এ.ডি.এস.আর.- দেগঙ্গা, দলিল নং ৬৯৬৫/২০০৯ সম্পত্তি ২: জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী যার পরিমাণ প্রায় ৩ শতকের কম-বেশি, মৌজা বাসুদেবপুর, জে.এল. নং ৫৬, থানা দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এল.আর. দাগ নং ১৮২৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭/১, সাবেক খতিয়ান নং ৫১৬, তৌজি নং ১১, এ.ডি.এস.আর.- দেগঙ্গা। দলিল নং ০৬৮৯১/২০১২। (প্রতিকী দখলের অধীনে রয়েছে)	১৫,৪৯,৭৭২.৩২ টাকা সাথে ০১.০৪.২০১৪ থেকে লাভ হওয়া পরবর্তী সুদ এবং খরচ।	সম্পত্তি ১ ও ২-এর জন্য: ক) ৮.০০ লক্ষ টাকা খ) ০.৮০ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	ক) ০৩.১২.২০২৬ তারিখের সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮.	ক) নারায়ণ সাহা, পিতা: মাখন লাল সাহা খ) মধ্যমগ্রাম শাখা গ) PUNB1E602221124	জমির সমস্ত অংশের নায়সঙ্গত বন্ধকী যার পরিমাণ প্রায় ৬ শতকের কম-বেশি, সাথে জমির ওপর থাকা প্রস্তাবিত আবাসিক ভবন, সম্পত্তিটি মৌজা- দারীপাবিলিশপুর অবস্থিত, জে.এল. নং ৫২, এল.আর. দাগ নং ৪০৯, এল.আর. খতিয়ান নং (বিক্রেতা) ৭৫৩-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি জাদুবেড়ার উত্তর প্রান্ত পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত, পোস্ট অফিস- জাদুবেড়ার সম্পত্তিটি নারায়ন সাহার নামে রয়েছে (বিক্রয় দলিল আই- ০৭৮৯৮/২০২৩ তারিখ ৩০.১০.২০২৩, যা জিএসআর-২ উত্তর ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত। এটি বই নং ১, ভলিউম নং ১৪০২-২০২৩-এ নথিভুক্ত এবং পৃষ্ঠা ২১৮০৯৮ থেকে ২১৮১৮৮ পর্যন্ত।) সম্পত্তির সীমানা হলো: উত্তরে - ট্রেন ও শরিফন উদ্যোগের সম্পত্তি, দক্ষিণে - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে - ২২ ফুট চওড়া সিউরিটিচ রাস্তা, পশ্চিমে - আদুল খালেকের সম্পত্তি। (বাস্তবিক দখলে রয়েছে)।	১৪,৩০,৩৩৮.৬৩ টাকা সাথে ৩১.০৫.২০২৫ থেকে লাভ হওয়া পরবর্তী সুদ এবং খরচ।	ক) ৮.৭০ লক্ষ টাকা খ) ০.৮৭ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	ক) ০৩.১২.২০২৬ তারিখের সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৯.	ক) শ্রী অমর পাটোয়ারী, পাটোয়ারী এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনের স্বত্বাধিকারী মনোরঞ্জন পাটোয়ারীর নামে দখলকৃত খ) বেড়াচাঁপা শাখা গ) PUNBBA40444089	জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী যার পরিমাণ ৪০৪.৭৩ বর্গফুট, গ্রাম- বেড়াচাঁপা, পোস্ট অফিস- দেবাদয়, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৪২৪। সম্পত্তিটি শ্রী মনোরঞ্জন পাটোয়ারীর নামে দখলকৃত। দাগ নং ১৭৬৫, মৌজা - দেউলিয়া, জে.এল. নং ৬৮, আর.এস. খতিয়ান নং ২৯০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৩১, ১৯৯৮ সালের বিক্রয় দলিল নং ১৬৮৭/১৯৯৮ এবং পৃষ্ঠা ২১৮০৯৮ থেকে ২১৮১৮৮ পর্যন্ত। সম্পত্তির সীমানা হলো: উত্তরে - ট্রেন ও শরিফন উদ্যোগের সম্পত্তি, দক্ষিণে - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে - ২২ ফুট চওড়া সিউরিটিচ রাস্তা, পশ্চিমে - আদুল খালেকের সম্পত্তি। (বাস্তবিক দখলে রয়েছে)।	১৯,২২,৫১৭.০০ টাকা সাথে ০১.০৭.২০১৯ তারিখ থেকে লাভ হওয়া পরবর্তী সুদ এবং খরচ।	ক) ৭.৫০ লক্ষ টাকা খ) ০.৭৫ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	ক) ০৩.১২.২০২৬ তারিখের সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১০.	ক) মিঃ সাহাদন গাজনী খ) কেরলিয়া শাখা গ) PUNB2N362176054	আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ 'জি-বি', যা প্রায় ৯০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে অবস্থিত, 'মেবাজেন্স অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ভবনের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যার আয়তন প্রায় ৭৭০ (সাতশ সত্তর) বর্গফুট। ফ্ল্যাটটিতে মার্বেল/টাইলস মেঝে রয়েছে এবং এটে ২টি দরজা এবং ১টি গ্রামাঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ২টি শৌচাগার ও ১টি বারান্দা আছে। এটি মৌজা - রাহারায় অবস্থিত, জে.এল. নং ৩, আর.এস. নং ৬১, তৌজি নং ৩, ১৪৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৭২, ১৮৯-১৯০-এর অন্তর্ভুক্ত; উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত খতিয়ান নং ১০৭, দাগ নং ১০৬৮/১৩৬৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৩৫, দাগ নং ১০৬৮/১৮৫৪; এল.আর. খতিয়ান নং ৫১, ৬৭৩, ২৫৮৯, ২৭৯৯, ২৭৪৯, ২৯৫১ ও ১২২০, এল.আর. দাগ নং ২৬৯৬-এ স্থিত। সম্পত্তিটি বন্ধকৃত পৌলকলাম অন্তর্ভুক্ত। বন্ধক - অ্যাসোসিয়েট কোঅপারেটিভ মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং ১২১/৯৯, ১০৪/৮০ ও ৮০/এ-এর একত্রিত হোল্ডিং নং ১২১/৯৩ ওয়ার্ড নং ৯-এর অন্তর্ভুক্ত, যা খড়দহ থানা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধীন। ২০২৩ সালের ১৫২৪০০৩১৬ নম্বর বিক্রয় দলিলটি এডিএসআর- সোদপুরে নিবন্ধিত হয়েছে। এটি বই নং-১, ১৫২৪-২০২৩ ভলিউমে, ৩৫৯৩০ থেকে ৩৫৯৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে। 'ফ্ল্যাট জি-বি'-এর সীমানা হলো: উত্তরে- সাধারণ জায়গা, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং জি-এ, সিঁড়ি ও লিফট, পূর্বে- সাধারণ জায়গা পশ্চিমে- কমন প্যাসেজ। 'মেসার্জেন্স অ্যাপার্টমেন্ট' নামক সম্পত্তিটি বন্ধকী। উত্তরে- আইন পরিবারের বাড়ি ও অন্যান্য, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং জি-এ, তিন্তু ৬ ফিট চওড়া মিউনিসিপাল রাস্তা (কো-অপারেটিভ কলোনী), পূর্বে- সিনহা পরিবারের বাড়ি, পশ্চিমে- সুভাষ রায়ের বাড়ি। সম্পত্তিটি মিঃ সাহাদন গাজনীর নামে রয়েছে। (বাস্তবিক দখলে রয়েছে)।	২৭,৭২,৭৪৭.৭৪ টাকা সাথে ৩১.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে লাভ হওয়া পরবর্তী সুদ এবং খরচ।